সংবাদ .0 046

তারিখ ... 26 OCT 1985 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 6 ...

গর্বিত বাবা-মা'র সাথে এবারের এইচ,এস,সি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকারী খোন্দকার রিফাত হোসেন। --সংবাদ

রিফাত কম্পিউটার বিজ্ঞানী হতে চায়

॥ রেজোয়ানুল হক রাজা ॥

দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় রিফাতকে যখন খুঁজে পেলাম তখন ওর চারপাশে বাবা-মা, অন্যান্য স্বজন এবং উৎসাহীদের ভিড়। বাবা-মা'র চোখে-মুখে খুশীর ঝিলিক, কিন্তু রিফাতের ততটা নয়। "আশা করেছিলাম এমনই কিছু হবে"-বোধ হয় এ কারণেই। খোন্দকার রিফাত হোসেন ঢাকা বোর্ডের এবারের এইচ,এস,সি'র সম্মিলিত ও বিজ্ঞান বিভাগের প্রথম জায়গাটি দখল করেছে।

রিফাত সব বিষয়েই প্রাইভেট টিউটরের সাহায্য নিয়েছে। ওর মতে--খুব ভালো ফল করতে হলে এটা দরকার। সে রোজ ৫/৬ ঘণ্টা করে পড়েছে। মাঝে মাঝে টিভি দেখে, কিন্তু সিনেমা-নাটকের কোনটি নয়, খেলাধুলায় উৎসাহ আছে। কিন্তু অংশ নেয়ায় ততটা নয়। তবে সে লিও ক্লাবের সদস্য, বই পড়া তার হবি, পছন্দ করে সত্যজিৎ রায়, হুমায়ুন আহমেদের মতন লেখকদের।

ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জনাব খোন্দকার মোয়াজ্জেম হোসেনের ২ ছেলের মধ্যে রিফাতই বড়। এস,এস,সি পরীক্ষার সময় বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়েও সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৩য় স্থান ছিলো ওর। "এখন কম্পিউটরের যুগ তাই কম্পিউটর সায়েন্স নিয়ে পড়বো" এটাই রিফাতের আগামী ইচ্ছে। বিদেশ গিয়ে পড়ালেখা করাটা ওর অপছন্দ নয় তাই পারলে বিদেশের কোথাও পড়তে যাবে সে। একটু চাপা এবং বিনয়ী স্বভাবের ছেলে রিফাতের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সংখ্যা ৩/৪ জনের বেশী নয়। আড্ডা দেয় না কখনো। কথায় কথায় জানালো--সন্ধ্যা হলেই ঘরে ফেরে। সেরা ছাত্র হিসেবে ছেলে স্বীকৃতি পাওয়ায় ওর মাকেই বেশী খুশী মনে হলো, ঠিক গরবিনী জননীর মত।

মোস্তফা আগা সাদেক

বাবা-মা যদিও বললেন সাদেক সবকিছুই করতে চায়, শুধু পড়ালেখাটা বাদে, কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতেই পড়ুয়া পড়ুয়া একটা ভাব খুঁজে পাওয়া গেলো ওর মধ্যে। যখন কথা বলছিলাম তখন তাকে বিনয়ী লাগছিলো। এস এস সিতে দ্বিতীয় হয়ে অনেকেরই দৃষ্টি কেড়েছিলো মোস্তফা আগা সাদেক; এইচ এস সি'তে হয়েছে তৃতীয়। গা কাঁপানো জ্বর নিয়ে পরীক্ষা দিয়েছিলো বলে এর চেয়ে বেশী কিছু আশা করেনি সে, বাবা-মাও অখুশী নন।

ক্যাসেটে গান চালিয়ে দিয়ে পড়তেই বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতো সাদেক। নিজেও মোটামুটি গাইতে পারে, বই পড়তেও সমান উৎসাহ ওর। চার ভাই-বোনের মধ্যে সেই একমাত্র ভাই।

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

বিজ্ঞানী হতে চায়

(১ম পাতার পর)

তাই বোধহয় বাবা-মা কড়া নজর রেখেছিলেন ওর ওপর। বাবা পড়ালেখায় সাহায্য করতেন। বাংলা এবং ইংরেজী ছাড়া অন্য সব বিষয়েই প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়েছে সে। এই ভালো করার পেছনে শিক্ষকদের অবদান সবচেয়ে বেশী বলে সাদেক জানালো, তারপর বাবা-মা।

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প সংস্থার অতিরিক্ত প্রধান হিসাবরক্ষক জনাব গোলাম মোস্তফার একমাত্র ছেলে সাদেক ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চায় এবং সম্ভব হলে এদেশেই। নামীভক্ত সাদেকের মতে ভালো ফল করতে হলে পরীক্ষার খাতায় লেখার সময় উপস্থাপনা করতে হবে আর দশজনের চেয়ে আলাদা রকম, সবচেয়ে সোজা ভাষা ব্যবহার করতে হবে আর তার আগে পড়ালেখাটা নিয়মিত করতে হবে অবশ্যই।